

# করাতোয়া

The Daily Karatoa

৭ রেজিঃ রাজ ১৩ • ৪৯তম বর্ষ • সংখ্যা ২৮৭ • বগুড়া • ১৮ মে ১৪৩২ • ৪ জিলহজ ১৪৪৬ হিজরি • ১ জুন ২০২৫ • ১২ পৃষ্ঠা মূল্য ৮ টাকা

## আদি নামে ফিরল সরকারি মজিবর রহমান ভান্ডারী মহিলা কলেজ বগুড়া

স্টাফ রিপোর্টার : আদি নামে ফিরল বগুড়ার অন্যতম নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি মজিবর রহমান ভান্ডারী মহিলা কলেজ, বগুড়া। এতদিন সরকারি মুজিবুর রহমান মহিলা কলেজ নামে পরিচিত ছিল এই কলেজ। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের এক প্রজ্ঞাপনে কলেজটির নাম সংশোধন করে 'সরকারি মজিবর রহমান ভান্ডারী মহিলা কলেজ, বগুড়া' হিসেবে পুনর্নামকরণ করা হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব(অতিরিক্ত দায়িত্ব) মাহবুব আলম সইকৃত প্রজ্ঞাপনে দেশের বিভিন্ন জেলার ৬৮টি

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম সংশোধনের তালিকায় এই কলেজের নামও অন্তর্ভুক্ত হয়।

কলেজটির অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. বেদলাল হোসেন বলেন, কলেজ প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই নামের বানানে ভুল ছিল। 'মুজিবুর' শব্দটি আসলে প্রতিষ্ঠাতার নামের সঠিক রূপ নয়। তদুপরি 'ভান্ডারী' পদবিটি না থাকায় কলেজটিকে অনেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে স্থাপিত প্রতিষ্ঠান বলে ধরে নেন। এতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। অনেকেই মনে করতেন এটি শেখ মুজিবুরের নামে করা। বিশেষ করে বগুড়ার বাইরের (৬ পৃঃ ৪ কঃ দ্রঃ)

### আদি নামে ফিরল সরকারি মজিবর

মানুষ তাই জানতো। তিনি বলেন, জুলাই বিপ্লবের পর দেশে শেখ মুজিবুর রহমানের নামে এবং তার পরিবারের সদস্যদের নামে নামকরণ করা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। দেশের ৬৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এরমধ্যে ৬৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে এবং বগুড়ার এই কলেজের নাম আদি নামে ফিরল। তিনি বলেন, কলেজের নাম সংশোধন করে বগুড়া মহিলা কলেজ নামকরণ করা হচ্ছে এমন সংবাদ পেয়ে তিনি ঢাকায় গিয়ে অবগত করেন 'এই মুজিব সেই শেখ মুজিব নয়' এর স্বপক্ষে তিনি কলেজের দলিলসহ বিভিন্ন ডকুমেন্ট উপস্থাপন করেন। শেষ পর্যন্ত নাম পরিবর্তন নয় সংশোধন করা হলো। তিনি আরও বলেন, কলেজের জমিদাতার নাম মুছে যেত, তবে তিনি তা হতে দেননি। তিনি শুধু জমিই দান করেননি সেই সময় কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য ২ লাখ টাকাও দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, ১৯৬৩ সালে বগুড়ার বিশিষ্ট শিল্পপতি ও 'ভান্ডারী শিল্পগ্রুপ'-এরপ্রতিষ্ঠাতা মজিবর রহমান ভা-রী এবং তার আত্মীয়-স্বজনরা সুবিধা নদীর তীরে তাদের দানকৃত তিন একর ৭৫ শতক জমিতে 'মজিবর রহমান মহিলা কলেজ, বগুড়া' প্রতিষ্ঠা করেন। নারী শিক্ষার প্রসারে গৌরবময় ভূমিকা রাখা প্রতিষ্ঠানটি ১৯৭৮ সালের ১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমানের পরিদর্শনের পর জাতীয়করণ করা হয়। জাতীয়করণের সময় সরকারি নথিপত্রে ভুলবশত 'মজিবর' শব্দটি 'মুজিবুর' বা 'মুজিবর' হিসেবে লেখা হয় এবং 'ভান্ডারী' পদবিটি বাদ পড়ে। কলেজের জমির দলিলসহ অন্যান্য মূল নথিতে 'মজিবর রহমান ভান্ডারী' নামটি সংরক্ষিত থাকলেও, সরকারি কাগজে দীর্ঘদিন ধরে ভিন্ন বানান ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। গত ২৮ মে জারি করা প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কলেজটি তার আদি ও সঠিক নাম ফিরে পায় 'সরকারি মজিবর রহমান ভান্ডারী মহিলা কলেজ, বগুড়া'। এর মাধ্যমে ইতিহাস, ঐতিহ্য ও প্রতিষ্ঠাতার প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শনের দৃষ্টান্ত স্থাপন হলো।



# জয়যুগান্তর

গণমানুষের কণ্ঠস্বর

সংখ্যা : ১৪১, রোববার, ০১ জুন ২০২৫ : ১৮ জৈষ্ঠ্য ১৪৩২ : ০৪ জিলহজ : ১৪৪৬ হিজরী :



## আদি নামে ফিরলো “সরকারি মজিবর রহমান ভাগুরী মহিলা কলেজ, বগুড়া”

নিজস্ব প্রতিবেদক

দীর্ঘদিনের বিভ্রান্তি ও ভুল বানানের অবসান ঘটিয়ে অবশেষে আদি নামে ফিরলো বগুড়ার অন্যতম নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি মুজিবুর রহমান মহিলা কলেজ। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের এক প্রজ্ঞাপনে কলেজটির নাম সংশোধন করে “সরকারি মজিবর রহমান ভাগুরী মহিলা কলেজ, বগুড়া” হিসেবে পুনঃনামকরণ করা হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মাহবুব আলম স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে দেশের বিভিন্ন

জেলার ৬৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম সংশোধনের তালিকায় এ কলেজটির নামও অন্তর্ভুক্ত হয়।

কলেজটির অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. বেলাল হোসেন বলেন, “কলেজ প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই নামের বানানে ভুল ছিল। ‘মুজিবুর’ শব্দটি আসলে প্রতিষ্ঠাতার নামের সঠিক রূপ নয়। তদুপরি ‘ভাগুরী’ পদবিটি না থাকায় কলেজটিকে অনেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে স্থাপিত প্রতিষ্ঠান বলে ধরে নেন। এতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়।”

তিনি আরও (৩য় পৃষ্ঠায় ৪ কলাম)

## আদি নামে ফিরলো

জানান, এ বিভ্রান্তির প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়ে গিয়ে তিনি ব্যক্তিগতভাবে ফাইল বন্ধের আবেদন করেন এবং প্রতিষ্ঠাতার নাম সঠিকভাবে ব্যবহারের জন্য আবেদন জানান। তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেই শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে কলেজের আদি নাম ফিরিয়ে আনে। জাতীয়করণের সময় সরকারি নথিপত্রে ভুলবশত ‘মজিবর’ শব্দটি ‘মুজিবুর’ বা ‘মুজিবর’ হিসেবে লেখা

হয় এবং ‘ভাগুরী’ পদবিটি বাদ পড়ে। কলেজের জমির দলিলসহ অন্যান্য মূল নথিতে ‘মজিবর রহমান ভাগুরী’ নামটি সংরক্ষিত থাকলেও, সরকারি কাগজে দীর্ঘদিন ধরে ভিন্ন বানান ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। ২০২৫ সালের ২৮ মে জারি করা প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কলেজটি তার আদি ও সঠিক নাম ফিরে পায় “সরকারি মজিবর রহমান ভাগুরী মহিলা কলেজ, বগুড়া”।



রোববার ১লা জুন ২০২৫



## আদি নামে ফিরলো 'সরকারি মজিবর রহমান ভাণ্ডারী মহিলা কলেজ, বগুড়া'

ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি, বগুড়া থেকে: দীর্ঘদিনের বিভ্রান্তি ও ভুল বানানের অবসান ঘটিয়ে অবশেষে আদি নামে ফিরলো বগুড়ার অন্যতম নারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সরকারি মুজিবুর রহমান মহিলা কলেজ। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের এক প্রজ্ঞাপনে কলেজটির নাম সংশোধন করে 'সরকারি মজিবর রহমান ভাণ্ডারী মহিলা কলেজ, বগুড়া' হিসেবে পুনঃনামকরণ করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মাহবুব আলম স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে দেশের বিভিন্ন জেলার ৬৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম সংশোধনের তালিকায় এ কলেজটির নামও অন্তর্ভুক্ত হয়। কলেজটির অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. বেলাল হোসেন বলেন, 'কলেজ প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই নামের বানানে ভুল ছিল। 'মুজিবুর' শব্দটি আসলে প্রতিষ্ঠাতার নামের সঠিক রূপ নয়। তদুপরি 'ভাণ্ডারী' পদবিটি না থাকায় কলেজটিকে অনেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে স্থাপিত প্রতিষ্ঠান বলে ধরে নেন। এতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। তিনি আরও জানান, এ বিভ্রান্তির প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়ে গিয়ে তিনি ব্যক্তিগতভাবে ফাইল বন্ধের আবেদন করেন এবং প্রতিষ্ঠাতার নাম সঠিকভাবে ব্যবহারের জন্য আবেদন জানান। তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেই শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে কলেজের আদি নাম ফিরিয়ে আনে। উল্লেখ্য, ১৯৬৩ সালে বগুড়ার বিশিষ্ট শিল্পপতি ও 'ভাণ্ডারী শিল্পগ্রুপ'-এর প্রতিষ্ঠাতা মজিবর রহমান ভাণ্ডারী এবং তার আত্মীয়স্বজনরা সুবিল নদীর তীরে তাদের দানকৃত ৩.৭৫ একর জমিতে 'মজিবর রহমান মহিলা কলেজ, বগুড়া' প্রতিষ্ঠা করেন। নারী শিক্ষার প্রসারে গৌরবময় ভূমিকা রাখা এ প্রতিষ্ঠানটি ১৯৭৮ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমানের পরিদর্শনের পর জাতীয়করণ করা হয়। জাতীয়করণের সময় সরকারি নথিপত্রে ভুলবশত 'মজিবর' শব্দটি 'মুজিবুর' বা 'মুজিবর' হিসেবে লেখা হয় এবং 'ভাণ্ডারী' পদবিটি বাদ পড়ে। কলেজের জমির দলিলসহ অন্যান্য মূল নথিতে 'মজিবর রহমান ভাণ্ডারী' নামটি সংরক্ষিত থাকলেও সরকারি কাগজে দীর্ঘদিন ধরে ভিন্ন বানান ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। ২০২৫ সালের ২৮শে মে জারি করা প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কলেজটি তার আদি ও সঠিক নাম ফিরে পায়- 'সরকারি মজিবর রহমান ভাণ্ডারী মহিলা কলেজ, বগুড়া'। এর মাধ্যমে ইতিহাস, ঐতিহ্য ও প্রতিষ্ঠাতার প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শনের দৃষ্টান্ত স্থাপন হলো।



Sunday

Dhaka 1 June, 2025  
Jaisthya 18, 1432 (BS)  
Zilhajj 4, 1446 H  
12 Pages • Taka 12

**The New Nation** Independent Daily

Founder : Barrister Mainul Hossain



CITY

Edu important tool to  
remove discrimination  
-Adviser

Page 3



BUSINESS & ECONOMY

Mamun Rashid  
new chairman  
of BD Venture

Page 9



SPORTS

Zheng cruises  
into French  
Open last 16

Page 8

www.dailynation.com

Regd. No. Da 110, Vol. XXXXVI No 287

# Govt Mujibur Rahman Women's College Bogura reverts to its original name

**Tanvir Alam**, *Roving Correspondent*

The name of the Government Mujibur Rahman Women's College in Bogura has been changed and it has returned to its original name. From now on, the college



will be called "Government Mujibur Rahman Bhandari Women's College Bogura". The order was issued in a notification signed by Mahbub Alam, Deputy Secretary (Additional Responsibilities), Secondary and

Higher Education Division, Ministry of Education.

Principal of the college, Professor Dr. Belal Hossain said, since the founder's surname 'Bhandari' was not added at the end of the name, many people considered the college to be identical with Sheikh Mujibur Rahman. The name of this college was being changed to "Bogura Government Women's College" by confusing it with the name of the Sheikh family. As soon as I (principal) heard such news, I went to the ministry and requested to close the file and apply for the college's name to be written correctly.

In view of my application, she said the ministry reconsidered the matter and issued the correct name in the form of a notification. From now on, the name of the college is "Government Mujibur Rahman Bhandari Women's College Bogura".



# দৈনিক টান্দনী বাজাব

রেজিঃ রাজ ৬১ ❖ বর্ষ- ৩৫ সংখ্যা- ৮৯ ❖ ১ জুন ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ ❖ ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪০২ বঙ্গাব্দ ❖ ৪ জিলহজ ১৪৪৬ হিজরি ❖ রবিবার, বগুড়া ❖ পৃষ্ঠা ৪ মূল্য ৪ টাকা

## আদি নামে ফিরলো “সরকারি মজিবর রহমান ভান্ডারী মহিলা কলেজ, বগুড়া”

স্টাফ রিপোর্টার : দীর্ঘদিনের বিভ্রান্তি ও ভুল বানানের অবসান ঘটিয়ে অবশেষে আদি নামে ফিরলো বগুড়ার অন্যতম নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি মজিবর রহমান মহিলা কলেজ। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের এক প্রজ্ঞাপনে কলেজটির নাম সংশোধন করে “সরকারি মজিবর রহমান ভা-রী মহিলা কলেজ, বগুড়া” হিসেবে পুনঃনামকরণ করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মাহবুব আলম স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে দেশের বিভিন্ন জেলার ৬৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম সংশোধনের তালিকায় এ কলেজটির নামও অন্তর্ভুক্ত হয়। কলেজটির অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. বেলাল হোসেন বলেন, “কলেজ প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই নামের বানানে ভুল ছিল। ‘মজিবর’ শব্দটি আসলে প্রতিষ্ঠাতার নামের সঠিক রূপ নয়। তদুপরি ‘ভা-রী’ পদবিটি না থাকায় কলেজটিকে

অনেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে স্থাপিত প্রতিষ্ঠান বলে ধরে নেন। এতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়।” তিনি আরও জানান, এ বিভ্রান্তির প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়ে গিয়ে তিনি ব্যক্তিগতভাবে ফাইল বন্ধের আবেদন করেন এবং প্রতিষ্ঠাতার নাম সঠিকভাবে ব্যবহারের জন্য আবেদন জানান। তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেই শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে কলেজের আদি নাম ফিরিয়ে আনে। উল্লেখ্য, ১৯৬৩ সালে বগুড়ার বিশিষ্ট শিল্পপতি ও ‘ভা-রী শিল্পগ্রুপ’-এর প্রতিষ্ঠাতা মজিবর রহমান ভা-রী এবং তার আত্মীয়স্বজনরা সুবিল নদীর তীরে তাদের দানকৃত ৩.৭৫ একর জমিতে ‘মজিবর রহমান মহিলা কলেজ, বগুড়া’ প্রতিষ্ঠা করেন। নারী শিক্ষার প্রসারে গৌরবময় ভূমিকা রাখা এ প্রতিষ্ঠানটি ১৯৭৮ সালের ১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমানের (৩ এর পাতায় দেখুন)

## আদি নামে ফিরলো

পরিদর্শনের পর জাতীয়করণ করা হয়। জাতীয়করণের সময় সরকারি নথিপত্রে ভুলবশত ‘মজিবর’ শব্দটি ‘মুজিবুর’ বা ‘মুজিবর’ হিসেবে লেখা হয় এবং ‘ভা-রী’ পদবিটি বাদ পড়ে। কলেজের জমির দলিলসহ অন্যান্য মূল নথিতে ‘মজিবর রহমান ভা-রী’ নামটি সংরক্ষিত থাকলেও, সরকারি কাগজে দীর্ঘদিন ধরে ভিন্ন বানান ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। ২০২৫ সালের ২৮ মে জারি করা প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কলেজটি তার আদি ও সঠিক নাম ফিরে পায় “সরকারি মজিবর রহমান ভা-রী মহিলা কলেজ, বগুড়া”। এর মাধ্যমে ইতিহাস, ঐতিহ্য ও প্রতিষ্ঠাতার প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শনের দৃষ্টান্ত স্থাপন হলো।



নতুন বাংলাদেশের দৈনিক

# প্রত্যাশা প্রতিদিন

Prottasha Protidin

বগুড়া: রবিবার, ০১ জুন ২০২৫ইং, ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ বাংলা, ০৪ জিলহজ্ব ১৪৪৬ হিজরী, ৪ পৃষ্ঠা- মূল্য: ৩ টাকা www.prottashaprotidin.com



## আদি নামে ফিরলো “সরকারি মজিবর রহমান ভাণ্ডারী মহিলা কলেজ, বগুড়া”

প্রতীক ওমর

বগুড়া থেকে: দীর্ঘদিনের বিভ্রান্তি ও ভুল বানানের অবসান ঘটিয়ে অবশেষে আদি নামে ফিরলো বগুড়ার অন্যতম নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি মুজিবুর রহমান মহিলা কলেজ। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের এক প্রজ্ঞাপনে কলেজটির নাম সংশোধন করে “সরকারি মজিবর রহমান ভাণ্ডারী মহিলা কলেজ, বগুড়া” হিসেবে পুনঃনামকরণ করা হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মাহবুব আলম স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে দেশের বিভিন্ন জেলার ৬৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম সংশোধনের তালিকায় এ কলেজটির নামও অন্তর্ভুক্ত হয়।

কলেজটির অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. বেলাল হোসেন বলেন, “কলেজ প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই নামের বানানে ভুল ছিল। ‘মুজিবুর’ শব্দটি আসলে প্রতিষ্ঠাতার নামের সঠিক রূপ নয়। তদুপরি ‘ভাণ্ডারী’ পদবিটি না থাকায় কলেজটিকে অনেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে স্থাপিত প্রতিষ্ঠান বলে ধরে নেন। এতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়।”

তিনি আরও জানান, এ বিভ্রান্তির প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়ে গিয়ে তিনি ব্যক্তিগতভাবে ফাইল বন্ধের আবেদন করেন এবং প্রতিষ্ঠাতার নাম সঠিকভাবে ব্যবহারের জন্য

আবেদন জানান। তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেই শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে কলেজের আদি নাম ফিরিয়ে আনে।

উল্লেখ্য, ১৯৬৩ সালে বগুড়ার বিশিষ্ট শিল্পপতি ও ‘ভাণ্ডারী শিল্পম্প’-এর প্রতিষ্ঠাতা মজিবর রহমান ভাণ্ডারী এবং তার আত্মীয়স্বজনরা সুবিল নদীর তীরে তাঁদের দানকৃত ৩.৭৫ একর জমিতে ‘মজিবর রহমান মহিলা কলেজ, বগুড়া’ প্রতিষ্ঠা করেন। নারী শিক্ষার প্রসারে গৌরবময় ভূমিকা রাখা এ প্রতিষ্ঠানটি ১৯৭৮ সালের ১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমানের পরিদর্শনের পর জাতীয়করণ করা হয়।

জাতীয়করণের সময় সরকারি নথিপত্রে ভুলবশত ‘মজিবর’ শব্দটি ‘মুজিবুর’ বা ‘মুজিবর’ হিসেবে লেখা হয় এবং ‘ভাণ্ডারী’ পদবিটি বাদ পড়ে। কলেজের জমির দলিলসহ অন্যান্য মূল নথিতে ‘মজিবর রহমান ভাণ্ডারী’ নামটি সংরক্ষিত থাকলেও, সরকারি কাগজে দীর্ঘদিন ধরে ভিন্ন বানান ব্যবহৃত হয়ে আসছিল।

২০২৫ সালের ২৮ মে জারি করা প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কলেজটি তার আদি ও সঠিক নাম ফিরে পায় ‘সরকারি মজিবর রহমান ভাণ্ডারী মহিলা কলেজ, বগুড়া’। এর মাধ্যমে ইতিহাস, ঐতিহ্য ও প্রতিষ্ঠাতার প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শনের দৃষ্টান্ত স্থাপন হলো।



দৈনিক

# সাতমাথা

THE DAILY SATMATHA ♦ জাতীয় চেতনা ও সত্যনিষ্ঠার প্রতীক

♦ বগুড়া ♦ রবিবার ♦ ০১ জুন ২০২৫ ইং ♦ ১৭ জৈষ্ঠ ১৪৩২ বাংলা ♦ ০৪ জিলহজ্ব ১৪৪৬ হিজরী ♦ পৃষ্ঠা ৪ ♦ মূল্য ৩ টাকা

## আদি নামে ফিরলো সরকারি মজিবর রহমান ভাণ্ডারী মহিলা কলেজ বগুড়া

স্টাফ রিপোর্টার : দীর্ঘদিনের বিভ্রান্তি ও ভুল বানানের অবসান ঘটিয়ে অবশেষে আদি নামে ফিরলো বগুড়ার অন্যতম নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি মুজিবুর রহমান মহিলা কলেজ। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের এক প্রজ্ঞাপনে কলেজটির নাম সংশোধন করে “সরকারি মজিবর রহমান ভাণ্ডারী মহিলা কলেজ, বগুড়া” হিসেবে পুনঃনামকরণ করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মাহবুব আলম স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে দেশের বিভিন্ন জেলার ৬৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম সংশোধনের তালিকায় এ কলেজটির নামও অন্তর্ভুক্ত হয়। কলেজটির অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. বেলাল হোসেন বলেন, “কলেজ প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই নামের বানানে ভুল ছিল। ‘মুজিবুর’ শব্দটি আসলে প্রতিষ্ঠাতার নামের সঠিক রূপ নয়। তদুপরি ‘ভাণ্ডারী’ পদবিটি না থাকায় কলেজটিকে অনেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে স্থাপিত প্রতিষ্ঠান বলে ধরে নেন। এতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়।” তিনি আরও জানান, এ বিভ্রান্তির প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়ে গিয়ে তিনি ব্যক্তিগতভাবে ফাইল বন্ধের আবেদন করেন এবং প্রতিষ্ঠাতার নাম সঠিকভাবে ব্যবহারের জন্য আবেদন জানান। তার আবেদনের (৩য় পৃষ্ঠায় ৭ ক: দেখুন)

## আদি নামে ফিরলো সরকারি মজিবর

পরিপ্রেক্ষিতেই শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে কলেজের আদি নাম ফিরিয়ে আনে। উল্লেখ্য, ১৯৬৩ সালে বগুড়ার বিশিষ্ট শিল্পপতি ও ‘ভাণ্ডারী শিল্পগ্রুপ’-এর প্রতিষ্ঠাতা মজিবর রহমান ভাণ্ডারী এবং তার আত্মীয়স্বজনরা সুবিল নদীর তীরে তাঁদের দানকৃত ৩.৭৫ একর জমিতে ‘মজিবর রহমান মহিলা কলেজ, বগুড়া’ প্রতিষ্ঠা করেন। নারী শিক্ষার প্রসারে গৌরবময় ভূমিকা রাখা এ প্রতিষ্ঠানটি ১৯৭৮ সালের ১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমানের পরিদর্শনের পর জাতীয়করণ করা হয়। জাতীয়করণের সময় সরকারি নথিপত্রে ভুলবশত ‘মজিবর’ শব্দটি ‘মুজিবুর’ বা ‘মুজিবর’ হিসেবে লেখা হয় এবং ‘ভাণ্ডারী’ পদবিটি বাদ পড়ে। কলেজের জমির দলিলসহ অন্যান্য মূল নথিতে ‘মজিবর রহমান ভাণ্ডারী’ নামটি সংরক্ষিত থাকলেও, সরকারি কাগজে দীর্ঘদিন ধরে ভিন্ন বানান ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। ২০২৫ সালের ২৮ মে জারি করা প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কলেজটি তার আদি ও সঠিক নাম ফিরে পায়। “সরকারি মজিবর রহমান ভাণ্ডারী মহিলা কলেজ, বগুড়া”। এর মাধ্যমে ইতিহাস, ঐতিহ্য ও প্রতিষ্ঠাতার প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শনের দৃষ্টান্ত স্থাপন হলো।